২. **ভার্সাই সন্ধি কি সত্যিই কঠোর ছিল?** (ক. বি. ২০০২/২০০৪)

অথবা

তুমি কি মনে কর যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভার্সাই চুক্তি 'আরোপিত শান্তি' ছিল? (ক. বি. ২০১০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিজয়ী মিত্রপক্ষ বিজিত জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জুন এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ভার্সাই রাজপ্রাসাদে। চার দেশের চার নেতা (Big four)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্স এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভার্সাই সম্মেলনে দুটো বিপরীতধর্মী মতাদর্শ কার্যকরী ছিল। এক দিকে উড্রো উইলসনের মানবতাবাদী, উদারনৈতিক আদর্শ আর অন্য দিকে ফরাসি ও ব্রিটিশদের স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি—

Scanned with CamScanner

এই দুই-এর টানাপোড়েন লক্ষ করা যায় ভার্সাই সন্ধির মধ্যে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড চেয়েছিল যুদ্ধের দায়ভার জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে। ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে জার্মানিকে একদম কোণঠাসা করে রাখার নীতি নেয় তারা। এক দিকে জার্মানিকে শাস্তি দেওয়া অন্য দিকে শক্তিহ্রাস করে দিয়ে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা নির্মূল করা—খাতায় কলমে এই ছিল ভার্সাই চুক্তির লক্ষ্য।

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে কোণঠাসা করার প্রক্রিয়াকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। সেগুলি হলো—

(ক) **জার্মানির অঞ্চল ভাগ বাটোয়ারা:** ভার্সাই সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন, বেলজিয়ামকে মর্সনেট, ইউপেন, মালমেডি এবং লিথুয়ানিয়াকে মেমেল বন্দরটি ছেড়ে দেয়। পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়ার একাংশ পেয়েছিল পোল্যান্ড, ডানজিগকে আন্তর্জাতিক মুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জার্মানির ভিতর দিয়ে পোল্যান্ড যাতে সমুদ্রে যেতে পারে সেই জন্য 'পোলিশ করিডর' তৈরি করা হয়। এলব, দানিয়ুব, ওডার, নিয়েমেন ও রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

জার্মানি তার সব উপনিবেশ মিত্র শক্তির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। লিগের ম্যানডেট হিসেবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এগুলি দখল করে। ব্রিটেন পায় টোগোল্যান্ড ও টাঙ্গানিকা, জার্মান-স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ পায় নিউজিল্যান্ড, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ লাভ করে জাপান। এ ছাড়াও জাপান চিনের অভ্যন্তরস্থ কিয়াও চাও ও সান্টুংও পেয়েছিল। জার্মান নিউগিয়ানার লাভ করে অস্ট্রেলিয়া। টাঙ্গানিকা ও ক্যামারুনের কিছু অংশ পেয়েছিল যথাক্রমে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। এ ভাবে জার্মানিকে হারাতে হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার বর্গমাইল অঞ্চল, ৭০ লক্ষ মানব সম্পদ।

(খ) **সামরিক শক্তি হ্রাস:** ভবিষ্যতে জার্মানি যাতে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করতে না পারে সে জন্য জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করা হয়। জার্মানির জল, স্থল, বিমান বাহিনী ভেঙে ফেলা হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার্থে জার্মানিকে মাত্র ১ লক্ষ সৈন্য রাখার অধিকার দেওয়া হয়। হেলিগোল্যান্ডে নৌ-ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়। রাইনল্যান্ড থেকে জার্মান সেনা অপসারণ করা হয়। জার্মানি তার যুদ্ধ জাহাজগুলো ইংল্যান্ডকে দিতে বাধ্য হয়। জার্মানিতে ট্যাঙ্ক, বোমা বিমান, কামান নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মান সেনাপতিদেরও বরখাস্ত করা হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বন্ধ করা হয়।

Scanned with CamScanner

(গ) **আর্থিক ক্ষতির বোঝা:** ভার্সাই সন্ধির ২৩১ নং ধারায় জার্মানি কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবে তা লেখা ছিল। এতে বলা হয় যে জার্মানি ও মিত্র রাষ্ট্রবর্গের আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষভুক্ত সরকার সমূহ ও তাদের দেশবাসীর যে ক্ষতি হয়েছিল জার্মানি তা পূরণে বাধ্য থাকবে। তবে এই ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলো মিলে একটা কমিশন নিয়োগ করে। মোট ২০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের দাবি জার্মানির কাঁধে চাপে। এ ছাড়া জার্মানি তার অধিকাংশ বাণিজ্যপোত ফ্রান্স ও ইতালিকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলি ধ্বংসের অভিযোগে জার্মানির কয়লা সমৃদ্ধ সার অঞ্চলটি ১৫ বছরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জার্মানি ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গকে জার্মানি এক বিশেষ ধরনের কয়লা, লোহা, কাঠ, রবার ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে।

(ঘ) **যুদ্ধ ঘটানোর অপরাধে বিচার:** ভার্সাই সন্ধির ২৩১ নং ধারায় 'সন্ধির শর্তাদি ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি উলঙ্ঘন করার অপরাধ' স্বরূপ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রধান যুদ্ধপরাধী রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু কাইজার হল্যান্ডে পালিয়ে যান। হল্যান্ডও মিত্রপক্ষের হাতে কাইজারকে তুলে না দেওয়ার ফলে বিচার সম্পূর্ণ হয় না। যুদ্ধের আইন লঙ্ঘনের অপরাধে একশো জার্মানকে অভিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১২ জনকে জার্মানির বিচারালয়ে বিচার করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির শক্তিক্ষয়ের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা হয়।

ভার্সাই সন্ধি কঠোর ছিল কি না সেই নিয়ে বিতর্ক আছে। জার্মান ঐতিহাসিকরা বলেন, এই সন্ধি যথেষ্ট কঠোর এবং অপমানজনক ছিল। অন্য দিকে বিজয়ী পক্ষের ঐতিহাসিকেরা বলেন যে এই সন্ধি মোটেই কঠোর ছিল না। জার্মানির পক্ষে একেবারে যথাযথ ছিল।

অনেকে মনে করেন জার্মানদের কাছে এই চুক্তি ছিল সত্যিই কঠোর। এই সন্ধির শর্ত নির্ধারণের সময় জার্মানদের কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। বিজয়ী পক্ষর নির্ধারিত শর্তাবলি জার্মান প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মানি ২৫ হাজার বর্গমাইল অঞ্চল, ৭০ লক্ষ জনসমষ্টি, ১৫% কৃষিজমি ও ১০% শিল্পকেন্দ্র থেকে বঞ্চিত হয়। যুদ্ধ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী সব দেশের অবদান কম-বেশি থাকলেও এক তরফা ভাবে জার্মানির ওপরেই সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

উইলসনের চোদ্দো দফা দাবিতে বলা হয়েছিল যে চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশই সামরিক শক্তি হ্রাস করবে। কিন্তু এই নীতি কেবল জার্মানির ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের মতো ছোট দেশের থেকেও কমিয়ে দেওয়া হয়।

জার্মানির উপনিবেশগুলো বিজয়ী শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। সন্ধিতে বলা হয়েছিল সুশাসন প্রবর্তন ও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য এই পদক্ষেপ। কিন্তু তারা উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনই কায়েম করে।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানি ১৫% চাষযোগ্য জমি, ১২% পশু, ১০% শিল্প হারায়। এ ছাড়া কয়লার ৪০%, লোহার ৬৫% এবং উৎপাদিত রবারের সবটাই মিত্র পক্ষকে দিয়ে দিতে হয়। এর ওপর জার্মানির ওপর বিশাল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয় যা বহন করার শক্তি জার্মানির ছিল না। ঐতিহাসিক রাইকার যথার্থই বলেছেন যে, রাজহংসীকে উপবাসী রেখে তার কাছ থেকে সোনার ডিম প্রত্যাশা করা অবান্তর। অধ্যাপক ল্যাসিংও মন্তব্য করেন যে, এই চুক্তি অস্বাভাবিক কঠোর ও অপমানজনক। ই. এইচ. কার মন্তব্য করেন, এই সন্ধি ছিল জবরদস্তি মূলক। তাই সন্ধির শর্ত পালনে জার্মানির কোনও নৈতিক দায় ছিল না।

তবে উপরোক্ত মত সর্বৈব সত্য এ কথা ধরে নেওয়াও যথাযথ নয়। অনেক ঐতিহাসিক এই সন্ধির কঠোরতা ও অবিচার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এই সব ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, ভার্সাই সন্ধিই পৃথিবীর কূটনৈতিক ইতিহাসের একমাত্র সন্ধি নয় যেখানে বিজয়ী শক্তি বিজিতের ওপর জোর করে সব কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। জার্মানিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রেস্টলিটোভস্কর সন্ধিতে (১৯১৮) রাশিয়ার সঙ্গে ঠিক একই রকম আচরণ করেছিল। আরেকটা কথাও এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন—ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি তৈরি করা হয়েছিল চার বছরের বিধ্বংসী যুদ্ধের পরেই। এই রকম পরিবেশে ন্যায্য চুক্তি সম্পাদন করা অলীক কল্পনা মাত্র। তা ছাড়া চুক্তি রচয়িতাদের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউরোপের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জার্মানি যাতে কোনও ভাবেই যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া প্যারিসের শান্তি চুক্তি স্থাপকেরা তখন মধ্য ও পূর্ব ইউরোপকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছিলেন। জার্মানির বিজিত অঞ্চলগুলো নিয়ে জাতীয়তার ভিত্তিতে তারা ন্যায্য অধিকার পুনরায় ফেরত দিয়েছিলেন। বিভিন্ন জাতির ওপর হওয়া অত্যাচার বন্ধ করে জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তাঁরা। বিজয়ী শক্তিবর্গ জার্মানির থেকে এমন অঞ্চলই দখল করেছিল যা জার্মানির আসল ভূখণ্ড ছিল না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনমানসে জার্মানির

Scanned with CamScanner

বিরুদ্ধে এমন ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল যে সন্ধির শর্তাবলি রচয়িতাদের পক্ষে এর থেকে বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি।

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির ওপর কঠোর কিছু শর্ত চাপানো হলেও সন্ধির শর্ত বাস্তবায়িত করার জন্য উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। সিম্যান বলেছেন, পূর্ব ইউরোপে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোনও রকম সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলে জার্মানিও পূর্ব ইউরোপে আগ্রাসনের সুযোগ পায়। ডেভিড টমসন বলেছেন যে, এই সন্ধির রচয়িতারা 'ভ্রান্ত স্থানে কঠোরতা ও অবিজ্ঞচিত উদারতা দেখান'। চুক্তি রচনার সময় জার্মানির প্রতি কঠোরতা দেখালেও চুক্তি রূপায়ণে দুর্বলতা দেখান।

এ দিকে জার্মানিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভাইমার গণতান্ত্রিক সরকার জার্মানবাসীর কাছে জনপ্রিয়তা হারায়। ভার্সাই বিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি জার্মান জনমানসে শান্তিকামিতা ও গণতন্ত্র বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। চুক্তির শর্তাবলি যথাযথ ভাবে রক্ষা করার তাগিদ ক্রমশ কমে যায়।

Scanned with CamScanner